২৭-০৮-১৭ প্রাতঃ মুরলি ওম্ শান্তি "অব্যক্ত-বাপদাদা" রিভাইস : ২৮-১২-৮২ মধুবন

সদা একরস, সম্পূর্ণ উজ্জ্বল নক্ষত্র হও

বাপদাদা সব বাচ্চাদের দেখছেন এবং ভালোবাসায় আর ভবিষ্যত্ প্রাপ্তিতে লীন হয়ে যাওয়া সব বাচ্চার বর্তমান স্থিতি দেখে তিনি পুলকিত । তোমরা কি ছিলে, কি হয়েছ আর কি হতে যাচ্ছ ! বিশ্বে সবার সামনে প্রত্যেক বাচ্চাই বিশেষ আত্মা । প্রত্যেকের ললাটে ভাগ্য নক্ষত্র জ্বলজ্বল করছে । অভ্যাস এমন হতে হবে যে, ভাগ্য তারকাকে সদা দ্যুতিমান দেখতে পাচ্ছ । এই প্র্যাকটিস নিরন্তর বাড়িয়ে যাও । যেদিকেই তাকাও, যাকেই দেখ, তা' শরীর দেখেও শরীর না দেখার ন্যাচারাল অভ্যাস থাকতে হবে । দৃষ্টি সবসময় দীপ্তিমান তারার দিকেই যাবে । যখন তোমার দৃষ্টি ন্যাচারাল রূপে রূহানী হয়ে যাবে তখন বিশ্বের নজর তোমাদের অর্থাত্ ধরিত্রীর উজ্জ্বল নক্ষত্রের উপর পড়বে । এখন বিশ্বের আত্মারা সন্ধান করছে । 'কোনও শক্তি কাজ করছে', তাদের এইরকম উপলব্ধি এবং টাচিং হতে শুরু করেছে । যাই হোক, যদিও কোনো ফাঁক না রেখেই সন্ধান করছে, তবুও তারা জানতে পারছেনা এই শক্তি কি বা কোথায় ! ধীরে ধীরে এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে একমাত্র ভারতের থেকে আধ্যাত্মিক লাইট লাভ করবে । এই কারণে বিশ্বের নজর সবদিক থেকে সরে ভারতের ওপরে পড়ছে । যতই হোক, এখন এটা স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন যে ভারতে কোথায়, কে আধ্যাত্মিক লাইট দিতে নিমিত্ত হবে । ভারতে যাদের আধ্যাত্মিক আত্মা বলা হয় তাদের মধ্যে কে ধর্মাত্মা আর কে পরম আত্মা তা' সবাই চূড়ান্তভাবে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে । "এই কি তিনি" "এই কি তিনি" তাদের এই চিন্তা আচ্ছন্ন করেছে । "ইনিই সেই এক্ এবং অদ্বিতীয়" - এই সিদ্ধান্তে তারা পৌঁছাতে পারেনি । এইরকম পথভ্রষ্ট আত্মাদের প্রকৃত লক্ষ্য এবং গন্তব্যস্থল কে দেখাবে ? তোমরা ডাবল্ বিদেশীরা ভাবো তোমরাই এটা করবে । তাহলে কেন তোমরা সেই গরীব অসহায় সেই পথভ্রষ্ট আত্মাদের এত ঘোরাচ্ছ ? তোমার স্থিতি এমন দৃঢ় বানাও যে তারা সদা যেন দীপ্তিময় নক্ষত্রকে দেখে । দূর থেকে তোমার উজ্জ্বল আলো দৃশ্যমান হতে হবে । এখনও পর্যন্ত যে আত্মারা তোমার সংস্পর্শে বা সম্পর্কে আসে তাদেরই এটা অনুভব হয় । যেমনই হোক, এই টাচিং এবং ভাইব্রেশন দূর দূরান্তে ছড়িয়ে দিতে হবে, এইজন্য আরও অভ্যাসের আবশ্যকতা আছে । এখন তোমাদের তাদের নিমন্ত্রণ করতে হয় আসার জন্য যে এসো, এসে অনুভব করো । কিন্তু তোমরা দ্যুতিমান তারারা যখন সূর্য, চন্দ্রের সমান নিজের সম্পূর্ণ স্থিতিতে প্রতিভাত হবে তখন কি হবে ? পতঙ্গ যেমন স্থূল আলোর দিকে নিজে থেকেই ধাবিত হয়, অগ্নিশিখা গিয়ে তাদের আমন্ত্রণ জানায় না কিন্তু পিপাসু পতঙ্গ যেখানেই থাক নিজেরাই সেখানে পৌঁছে যায়; ঠিক সেইভাবে, যে আত্মারা পথভ্রষ্ট এবং গভীরভাবে অন্বেষণ করছে তারা নিজে থেকেই তোমাদের অর্থাত্ দ্যুতিমান তারকাদের কাছে কিছু প্রাপ্তির জন্য আর তোমাদের সাথে মিলনের জন্য তীব্রগতিতে ছুটে আসবে । অতএব, তোমাদের সবাইকে সেইসব আত্মাদের সহায় হয়ে তীব্রগতিতে সেবা করতে হবে যাতে তারা এক সেকেণ্ডে বাবার থেকে তাদের মুক্তি এবং জীবনমুক্তির অধিকার লাভ করতে পারে । এই সময়, তোমরা মাস্টার দাতার পার্ট প্লে করছ । মাস্টার শিক্ষকের পার্ট চলছে । কিন্তু এখন সৎগুরুর সন্তান হয়ে গতি এবং সদগতিদাতার পার্ট প্লে করতে হবে । মাস্টার সৎগুরুর পার্ট কোনটা তোমরা জানো ? এই মুহূর্তে বাবা এবং শিক্ষকের পার্ট বিশেষরূপে চলছে, এই কারণে মাঝেমাঝে বাবা, তোমাদের অর্থাত্ বাচ্চাদের রূপে গৌরবান্বিত হন আবার বাচ্চাদের হাসিঠাট্টাপূর্ণ খেলার দিকেও বাবাকে সতর্ক নজর দিতে হয় । শিক্ষকরূপে বারবার একই পাঠ স্মরণ করাতে থাকেন । সৎগুরুর রূপে গতি-সৎগতির ফাইনাল সার্টিফিকেট সেকেণ্ডে দেওয়া হবে ।

মাস্টার সদগুরুর স্বরূপ অর্থাত্ যারা সম্পূর্ণ ফলো করে । তারা সদগুরুর সব কথা সম্পূর্ণ রীতিতে মেনে চলে, বাবার এবং নিজের স্বরূপ এখন তোমরা প্র্যাকটিকালি অনুভব করবে । সদগুরুর স্বরূপ অর্থাত্ যিনি তোমায় সম্পন্ন ক'রে, তাঁর সমান বানিয়ে তোমাকে ঘরে ফিরিয়ে নিয়ে যান । সদগুরুর স্বরূপে মাস্টার সদগুরু এক পলকের দৃষ্টিতে তোমাকে ঊর্ধ্বে নিয়ে যাবে । তোমার মত দেওয়ার সাথে সাথেই তাদের মুক্তি । এইজন্য গুরুমন্ত্র প্রসিদ্ধ । সেকেণ্ডে মন্ত্র নিয়ে তারা ভাবে তাদের গতিপ্রাপ্ত হয়েছে ! মন্ত্র অর্থাত্ শ্রেষ্ঠ মত । এমন পাওয়ারফুল স্টেজে তোমরা শ্রীমৎ দেবে যে আত্মারা উপলব্ধি করবে তাদের গতি সদগতির ঠিকানা তারা খুঁজে পেয়েছে । এইরকম শক্তিশালী স্থিতি এখন থেকে আপন করে নাও । তোমরা সবাই নক্ষত্র, কিন্তু এখন নিজেকে সদা একরস, সম্পন্ন এবং দ্যুতিময় নক্ষত্ররূপে প্রকাশ করো । শুনেছ তোমরা, কি করতে হবে ? ডাবল্ বিদেশিরা তীব্রগতিতে যাচ্ছ, তাই না ! নাকি থেমে যাও আর চলো ? তোমরা কখনো মেঘের আড়ালে তো লুকাও না, তাই না ! মেঘ আসে ? এইরকম সম্পূর্ণ, উজ্জ্বল নক্ষত্ররা যদি মেঘের আড়ালে চলে যায়, বিশ্বের আত্মারা তাদের দেখে স্পষ্ট অনুভব করতে পারবেনা । সুতরাং, একরস থাকার এবং সূর্য সমান দীপ্তিময় হওয়ার সংকল্প করো । আচ্ছা ।

সব বিদেশী বাচ্চারা এবং চারিদিকের সেবাধারী বাচ্চারা যারা বাবা সমান এবং যারা সদা মন, বচন, কর্মে বাবাকে ফলো করে, সদা বাবার হৃদয় সিংহাসনাসীন, মাস্টার দিলারাম, পথভ্রষ্ট আত্মাদের সদা পথ দেখানো বাচ্চাদের বাপদাদার স্মরণ-স্নেহ এবং নমস্কার ।

পার্টিদের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ -

নাইরোবি গ্রুপের সাথে - তোমরা সবাই রেসে নাম্বার ওয়ান, তাই না ! নাম্বার ওয়ানের লক্ষণ হলো সব কিছুতে উইন (বিজয়ী) করে অর্থাত্ নাম্বার ওয়ান হয় । কোনো কিছুতেই হার হবেনা, সদা বিজয়ী । তবে তো নাইরোবি নিবাসী সদা বিজয়ী, তাই না ! কখনও চলতে চলতে থেমে যাও না তো ? থামার কারণ কি ? নিশ্চয়ই যখন আচার-আচরণের মান বা নিয়মশৃঙ্খলায় কিছু না কিছু উপর-নীচ হয় তখনই সেটা তোমায় থামিয়ে দেয় । কিন্তু এই সঙ্গমযুগ হলোই মর্যাদা পুরুষোত্তম হওয়ার যুগ । না তোমরা পুরুষ আর না তোমরা নারী, কিন্তু তোমরা পুরুষোত্তম, সদা এই স্মৃতিতে থাকো । প্রজাপিতা ব্রহ্মাকে পুরুষের মধ্যে সর্বোত্তম পুরুষ বলা হয়ে থাকে । তাহলে তো তোমরা ব্রহ্মাকুমার-কুমারীরাও পুরুষোত্তম হয়ে গেলে, তাই না ! এই স্মৃতিতে থাকলে সদা উড়তি কলায় অর্থাত্ উত্তরণের কলায় যেতে থাকবে, নীচে থেমে থাকবেনা । চলার বদলে সদা ওপরে উড়তে থাকবে । কারণ সঙ্গমযুগ উত্তরণের (উড়তি কলা) যুগ, আর কোনও এমন যুগ নেই, যেখানে উত্তরণ হবে অর্থাত্ উড়তি কলা থাকবে । সুতরাং এটা স্মৃতিতে রাখো যে এই যুগ উড়তি কলার যুগ, ব্রাহ্মণদের কর্তব্য নিজে ওড়া এবং অন্যকে উড়তে সাহায্য করা । তোমাদের মূল স্থিতি হলো উড়ন্ত কলা । যারা উড়ন্ত কলায় থাকে তারা সবরকম সমস্যা এক সেকেণ্ডে নিজের বশে করে নেয় । এমনভাবে বশে করে নেবে যেন কিছুই হয়নি । নীচের কোনও জিনিস তাদের ডিস্টার্ব করবেনা । কোনো রকম বাধার কারণ থাকবেনা । যখন প্লেনে করে যাবে, হিমালয় পর্বতও বাধা হয়না । পাহাড়কেও আনন্দের সাথে ডিঙিয়ে যাও । যারা উড়ন্ত কলায় আছে তাদের কাছে বড়র থেকেও বড় সমস্যা সহজ হয়ে যায় ।

নাইরোবি নিজের নাম্বার সামনের দিকে নিচ্ছে, তাই না ! এখন ভি .আই .পি-রা সার্ভিসে নাম্বার সামনে নেয় । সংখ্যা তো খুব ভালো, কিন্তু এখন আমরা দেখব কে ভি .আই .পি-দের কনফারেন্সের জন্য নিয়ে আসে । এখন এতে নম্বর নিতে হবে । সবচেয়ে নাম্বর ওয়ান ভি .আই .পি-দের কে নিয়ে আসে, এই রেস এখন বাপদাদা দেখবেন ।

নতুন হলের জন্য ছবি বানাবে যারা সেই চিত্রকরদের প্রতি বাপদাদার ইশারা -

শুধুমাত্র চিত্রকর হয়ে চিত্র বানাও নাকি নিজেই সেই স্থিতিতে স্থিত হয়ে চিত্র বানাচ্ছ ? তোমরা কী করো ? যখন অন্য চিত্রকরেরা ছবি আঁকে, তারা গতানুগতিক ছবি বানায় । এখানে চিত্র বানানোর লক্ষ্য কি ? যখন তুমি বাবার ছবি বানাবে, তখন তার বিশেষত্ব কি হওয়া উচিত্ ? ছবি অবশ্যই চৈতন্য প্রত্যক্ষ হওয়া উচিত্ । ছবির সামনে যেতেই মানুষ যেন অনুভব করতে পারে যে চৈতন্য রূপ দেখছে, ছবি নয় । এমনিতেও, ছবির বিশেষত্ব হলো, জড় ছবিতেও জীবনের অনুভব হবে, এর ভিত্তিতেই প্রাইজের প্রাপ্তি হয় । সেইসব ছবিগুলোতে তাদের ভাবও বিভিন্ন প্রকারের হয় । কিন্তু রূহানী চিত্রের লক্ষ্য হলো, চিত্রে চৈতন্য রূহ্ প্রত্যক্ষ হবে, অলৌকিকতার অনুভব হবে । তোমরা এমনই অনুপম, অলৌকিক চিত্রকর। লৌকিক নও । লৌকিক চিত্রকর লৌকিক জিনিসের দিকে খেয়াল রাখে - নয়ন, গঠন ইত্যাদি, কিন্তু এখানে অলৌকিকতার অনুভব হয় এইরকম ছবি বানাও । (আমরা আশীর্বাদ চাই) শুধু আশীর্বাদ ! তোমরা তো আশীর্বাদের খনিতে পৌঁছে গেছ ! চাওয়ার কোনও আবশ্যকতাই নেই, তোমরা অধিকার নেওয়ার জায়গায় পৌঁছে গেছ । অধিকাররূপে যখন তোমরা প্রাপ্ত করতে পারো তখন একটু আশীর্বাদ কেন ? কেউ যদি খনিতে গিয়ে দু'মুঠো ভরে নিয়ে আসে তুমি তাকে কি বলবে ? বাবা স্বয়ং সাগর । সুতরাং, তিনি তো বাচ্চাদেরও মাস্টার সাগর বানাবেন, তাই না ! সাগরে কিছুই কম হয়না । সদা ভরপুর । আচ্ছা ।

সুইডেন গ্রুপের সাথে বাপদাদার সাক্ষাত্কারঃ-

"সদা নিশ্চয়বুদ্ধি বিজয়ী রত্ন" - এই নেশায় থাকো । নিশ্চয়ের ফাউন্ডেশন সদা অটল । নিজের নিজেতে নিশ্চয়, বাবাতে নিশ্চয় আর ড্রামাতে নিশ্চয়ের আধারে সামনে এগিয়ে চলো । তোমার সব বিশেষত্ব সামনে রেখে চলো, তোমার দুর্বল নয়, তাহলেই নিজের ওপর নিজের আস্থা থাকবে । নিজের কমজোরির কথা বেশী ভেবোনা, তবে খুশিতে সামনে এগিয়ে যেতে থাকবে । তুমি বাবার হাত ধরেছ, যারা তাঁর হাত ধরেছে তারা সদা সামনে এগিয়ে চলে, এই ভরসা রাখো । যারা এখনও সর্বশক্তিমান বাবার হাত ধরে আছে তারা তাদের লক্ষ্যে প্রায় পৌঁছে গেছে । তুমি যদি কমজোরও হও, সাথী তো শক্তিশালী, তাই না ! সুতরাং, পার হয়েই যাবে । সদা বিজয়ী রত্ন হওয়ার দৃঢ়বিশ্বাস স্মৃতিতে বজায় রাখো । যা গত, তা গত ! সেখানে বিন্দু লাগিয়ে সামনে চলো ।

(পুনের হরদেবী বোন বাপদাদার থেকে বিদেশ যাওয়ার ছুটি নিচ্ছেন)

বিশেষ বিধি কী হবে ? তুমি পালনা নিয়েছ তো সেই পালনা সবাইকে দাও । ভালবাসা আর শান্তি, এই দুইয়ের দ্বারা সবার পালনা করো । সবাই ভালোবাসা চায়, সবাই শান্তি চায় । এই দুই উপহার সবার জন্য নিয়ে যেও । শুধু স্নেহের দৃষ্টি দাও আর দুটো কথা বোলো, তারা আপনা থেকেই ক্রমশঃ

কাছে এসে যাবে । তুমি পালনা নিয়েছ, তবে সেই পালনার তুমি অনুভাবীমূর্ত হয়েছ, তাই না ! তাহলে সেই পলনার অনুভব অন্যকেও করাও । টপিকের ওপর অর্থাত্ প্রাসঙ্গিক ভাষণ না করতে চাইলেও কিন্তু সবচেয়ে বড় জিনিস হলো, ' ভালোবাসা আর শান্তির অনুভূতি ' । সুতরাং, তাদের সর্বোচ্চ এই দুটো জিনিস দাও যাতে সব আত্মা অনুভব করে যে এমন ভালোবাসা তারা কোথাও কারও থেকে পায়নি আর কখনও দেখেনি । ভালোবাসা এমনই জিনিস যে ভালোবাসার অনুভব থেকে তারা নিজে থেকেই আকৃষ্ট হয়ে এখানে চলে আসবে । এটা খুব ভালো । আদি মহাবীর যাচ্ছেন । সতী আর কুঞ্জও চলে গেছেন, তাই না ! পালনার স্বরূপ যাচ্ছেন, খুব ভালো । এনাদের দ্বারা সাকার বাবার সাথে সম্বন্ধ খুব সহজে জুড়ে যাবে কারণ বাবার পালনা এঁদের শিরায় শিরায় মিশে গেছে । সুতরাং, চলতে-ফিরতে যা কিছু তাদের ভিতরে অন্তর্লীন হয়ে আছে তারা তাই দেখাবে । তোমাদেরও দ্বারা তারা বাবার পালনার অনুভব করবে । তোমরা খুশির সাথে যেতে পারো । বাপদাদাও বাচ্চাদের যাওয়ায় খুশি কারণ তোমরা তো দর্শনীয় স্থান দেখার জন্য চারিদিকে ঘুরে বেড়াও না । তোমরা হলে যজ্ঞসেবায় তোমাদের হাড় দেওয়া সেবাধারী ! তোমাদের প্রতি পদে সেবা হবে, এইজন্য বাপদাদা খুশি বাচ্চাদের বিশ্ব পরিক্রমণে ।

সব বাচ্চাদের জন্য বাপদাদা স্মরণ-স্নেহ টেপে রেকর্ড করেছিলেন

ভালবাসায় আত্মহারা বাচ্চাদের প্রতি স্মরণ-স্নেহের সাথে বাপদাদা সব বাচ্চাদের উত্সাহ -উদ্যম দেখে সদা পুলকিত হন । বিঘ্ন বিনাশক হওয়ার জন্য পুরুষার্থের উত্সাহ-উদ্যম এবং স্মরণ-স্নেহের চিঠি বাপদাদার কাছে এসেছে এবং বাপদাদা সব বিঘ্ন বিনাশক বাচ্চাদের স্মরণ,স্নেহ দিচ্ছেন আর সদা মায়াজিত্, সদা মাস্টার সর্বশক্তিমানের স্মৃতির সীটে স্থিত হয়ে ডাবল্ লাইট হয়ে উড়ে চলো আর উড়িয়ে চলো । সুতরাং, চারদিকের, শুধু বিদেশীই নয়, কিন্তু সব হৃদয় সিংহাসনাসীন বাচ্চাদের দিলারাম বাবার তরফে অনেক অনেক স্মরণ . . . ওম্ শান্তি ।

বরদানঃ- পৃথক হয়েও প্রিয় হওয়ার স্থিতি দ্বারা পাস উইথ অনারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করে অশরীরি ভব

পাস উইথ অনারের সার্টিফিকেট প্রাপ্ত করার জন্য তোমাদের মুখ এবং মন, উভয়ের আওয়াজের ঊর্ধ্বে শান্তস্বরূপের স্থিতিতে স্থিত হওয়ার অভ্যাস প্রয়োজন । আত্মা শান্তির সাগরে অন্তর্লীন হয়ে যাক । এই সুইট সাইলেন্সের অনুভূতিতে তোমরা তৃপ্তি লাভ করো । তন আর মনের আরাম হয় । অন্তিমে এই অশরীরি হওয়ার অভ্যাসই কাজে আসে । শরীরের কোনও খেলা চলাকালীন আত্মা অশরীরি এবং পৃথক হয়ে সাক্ষীরূপে নিজের শরীরের পার্ট দেখলে তবে এই অবস্থা অন্তে বিজয়ী বানিয়ে দেবে ।

স্লোগানঃ- সর্বগুণের এবং সর্বশক্তির অধিকার প্রাপ্ত করার জন্য আজ্ঞাকারী হও ।